চট্টগ্রামে আসন কমলেও খালি থাকবে ৩৩%

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি

রায়হান উদ্দিন, চট্টগ্রাম
১০ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন কলেজগুলোতে একাদশ শ্রেণির আসন সংখ্যা কমেছে। গত বছর বোর্ডের অধীনে ২৯০টি কলেজে মোট আসন ছিল ১ লাখ ৬৯ হাজার ৫২৪টি। তবে এ বছর তা কমে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫১ হাজার ৬৪৯টিতে। অর্থাৎ আসন সংখ্যা কমেছে ১৭ হাজার ৮৭৫টি।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা, শিক্ষার্থী ভর্তির পূর্বপ্রবণতা এবং বিভিন্ন কলেজের অবকাঠামোগত সক্ষমতা বিশ্লেষণ করে এই বছর আসন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। তবে আসন কমানো হলেও বোর্ডের কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, এবারও প্রায় ৩৩ শতাংশ আসন খালি থাকবে। কয়েক বছর ধরেই অনেক কলেজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন ফাঁকা থেকে যায় বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, এ বছর বোর্ডের অধীনে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও তিন পার্বত্য

জেলা- রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে এসএসসি পরীক্ষায় মোট পাস করেছে ১ লাখ ১ হাজার ১৮১ শিক্ষার্থী। একাদশ শ্রেণিতে মোট আসন আছে ১ লাখ ৫১ হাজার ৬৪৯টি। অর্থাৎ- পাস করা সব শিক্ষার্থী যদি ভর্তি হয়, তবু অন্তত ৫০ হাজার আসন খালি থাকবে। যদিও চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে পাস করা অনেক শিক্ষার্থী ঢাকা বোর্ডে চলে যায়। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে চট্টগ্রাম বোর্ডের কলেজগুলোতে ভর্তি হয়েছিল ১ লাখ ১০ হাজার ৭৩১ শিক্ষার্থী। ওই বছর খালি ছিল ৫৮ হাজার ৭৯৩টি আসন।

বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, নির্দিষ্ট কিছু কলেজে অতিরিক্ত ভর্তির প্রবণতা থাকলেও বেশিরভাগ কলেজেই শিক্ষার্থী সংকট রয়েছে। অনেকেই শহরমুখী এবং বেছে-বেছে কলেজে ভর্তি হতে চায়। ফলে মফস্বলে একটি বড় অংশের আসন খালি থেকে যাচ্ছে।

বোর্ডের তথ্যমতে, শুধু চট্টগ্রাম জেলায় আসন রয়েছে ১ লাখ ৯ হাজার ১৯৪টি। প্রতিবছর এসব কলেজেও ৮-৯ হাজার আসন খালি থাকে। বাকি চার জেলায় মোট আসন ৪২ হাজার ৪৭৫টি। এর মধ্যে কক্সবাজারে ১৮ হাজার ৬৮৫, খাগড়াছড়িতে ৯ হাজার ৫২০, রাঙামাটিতে ৮ হাজার ৭৯৫ ও বান্দরবানে ৫ হাজার ৪৭৫টি।

প্রতিবছর ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের অধিকাংশেরই আগ্রহ থাকে নগরীর সরকারি কলেজগুলোতে। এখানকার ৮ সরকারি কলেজে আসন সংখ্যা সাড়ে ৯ হাজার থাকলেও আবেদন জমা পড়ে দ্বিগুণ। তবে মফস্বল এলাকার কলেজগুলোতে প্রতিবছরই ৩০-৩৫ শতাংশ খালি থেকে যায়।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ইলিয়াছ উদ্দিন আহাম্মদ আমাদের সময়কে বলেন, ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা এখন আগ্রহী হয় এমন কলেজে, যেখানে পড়াশোনার পরিবেশ ভালো, শিক্ষক পর্যাপ্ত এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। মফস্বলে এসবের ঘাটতি থাকায় সেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম।

বোর্ড চেয়ারম্যান বলেন, এ বছর আসন সংখ্যা কিছুটা কমানো হয়েছে, তবে তা পুরোপুরি নিয়ম মেনে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তবতা যাচাই করেই। আমরা কোন কলেজে কত শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে, গত কয়েক বছরের ভর্তি প্রবণতা এবং অবকাঠামো বিবেচনা করে আসন পুনর্বিন্যাস করেছি। স্বল্পসংখ্যক আসন কমানো হয়েছে, যাতে বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে।